পদের লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ

অন্নংভট্ট শব্দখণ্ডে শাব্দবোধের আলোচনা প্রসঙ্গে দীপিকা টীকায় বলেন, পদবিশেষজন্য পদার্থের উপস্থিতিই হল শাব্দবোধের কারণ। অন্যান্য গ্রন্থে এই পদকে চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। নব্য নৈয়ায়িকগণও পদের চার প্রকার বিভাগ স্বীকার করেন। অন্নংভট্টও তাঁর দীপিকা টীকা গ্রন্থে পদের চার প্রকার বিভাগের সোদাহরণ আলোচনা করেছেন। এই চার প্রকার পদ হল ঃ ১) যৌগিক, ২) রূঢ়, ৩) যোগরূঢ় ও ৪) যৌগিকরূঢ়। এখানে যোগ শব্দের অর্থ হল অবয়ব শক্তি। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ই পদের অবয়ব। পদঘটক পদনিরূপিত শক্তিই অবয়ব শক্তি। প্রকৃতিতে শক্তি আছে, প্রত্যয়েও শক্তি আছে। যেমন 'শক্তং পদম্' অর্থাৎ যা শক্তিবিশিষ্ট তাই পদ। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হল পদঘটক পদ। আর এরকম পদে স্থিত শক্তি অবয়ব শক্তি।

১) যৌগিক ঃ যে পদ কেবল অবয়ব শক্তির দ্বারাই তার অর্থ প্রতিপাদন করে, সেই পদকে যৌগিক পদ বলে। সহজ কথায় অবয়ব শক্তির দ্বারাই অর্থ প্রতিপাদক পদকে যৌগিক পদ বল হয়। যেমন পাচক পদ হল যৌগিক পদ। ‘পাচক’ পদের দুটি অবয়ব - একটি পচ্ ধাতু আর অপরটি হল ণক্ প্রত্যয় । পচ্ ধাতু তার নিজ শক্তির দ্বারা পাক্‌কে বোঝায় এবং ণক্ প্রত্যয় তার নিজ শক্তির দ্বারা কর্ত্তৃত্বকে বোঝায়। অর্থাৎ পচ্ ধাতুর পাকে শক্তি আর ণক্ প্রত্যয়ের কৃতিতে শক্তি। এইভাবে অবয়ব শক্তির (অর্থাৎ পচ্ ধাতুর শক্তি এবং ণক্ প্রত্যয়ের শক্তির) দ্বারা পাককর্ত্তার প্রতিপাদক হওয়ায় পাচক পদ যৌগিক পদ।

২) রূঢ়পদ ঃ ‘রূঢ়ি’ বলতে সমুদায়ে শক্তি বোঝায়। রূঢ়ির দ্বারা যে পদ অর্থ প্রতিপাদক হয়, তাকে রূঢ় বলা হয় বা বলা যায়, যে পদ প্রকৃতি প্রত্যয়ের শক্তিকে অর্থাৎ অবয়ব শক্তিকে পরিত্যাগ করে কেবল সমুদয় শক্তির দ্বারা তার অর্থ প্রতিপাদন করে, সেই পদকে রূঢ় পদ বলে। যেমন - ‘গো’ পদ। গম্ + ডো = গো। গম্ ধাতু তার নিজ শক্তির দ্বারা গমনকে বোঝায় এবং উনাদি ‘ডো’ প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকৃত হয় নি। সুতরাং গো পদের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গোপদকে যৌগিক বললে অর্থাৎ গো পদের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করলে শয়ান গোকে আর গোরু বলা যাবে না, যে গমন করে কেবল তাই গোপদবাচ্য হবে। কিন্তু তা সঙ্গত নয়। তাই গোপদকে রূঢ় বলা হয়েছে। গোপদ সমুদায় শক্তির দ্বারাই গলকম্বলবিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয়।

৩)যোগরূঢ় ঃ যে পদে যোগ-শক্তি ও রূঢ়ি-শক্তি অর্থাৎ অবয়ব-শক্তি ও সমুদায়-শক্তি পরস্পর মিলিত হয়ে পদটির অর্থ প্রতিপাদন করে, সেই পদকে বলে হয় যোগরূঢ়। যেমন পঙ্কজ পদ। অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে কেবল যোগরূঢ় শব্দেরই উল্লেখ করে বলেছেন, ‘পঙ্কজাদি-পদেষু যোগরূঢ়ি’। অবয়ব শক্তি যোগঃ আর সমুদায় শক্তি রূঢিঃ। ‘পঙ্কজ’ শব্দটির তিনটি অবয়ব আছে, যথা - পঙ্ক + জন্ + ড = পঙ্কজ। পঙ্ক এর অর্থ হল পাঁক্ আর জন + ড এর অর্থ হল যা জন্মায়। তাহলে পঙ্কজ পদটির অবয়বগত অর্থ হল যা পাঁকে জন্মায়। এখানে পঙ্কজ শব্দটি তার অবয়ব শক্তির দ্বারা যা পাঁকে জন্মায় এমন বস্তুকে এবং সমুদায় শক্তির দ্বারা পদ্মত্ব-বিশিষ্ট পদ্মকে বোধিত করে। কাজেই পঙ্কজ এই জাতীয় পদে যোগ এবং রূঢ়ি - অবয়ব শক্তি এবং সমুদায় শক্তি - এই দুই প্রকার শক্তি স্বীকার করার জন্য পঙ্কজাদি পদ হল যোগরূঢ় এবং এক্ষেত্রে সমুদায় শক্তির দ্বারা পদ্মরূপ পদার্থবিশেষই বোধিত হয়।

এখানে কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন পদ্মফুল যখন পাঁকে জন্মায় এবং অবয়ব-শক্তির দ্বারাই যখন যা পাঁকে জন্মায় এমন বস্তুকে বোধিত করে, তখন মাত্র অবয়ব-শক্তির দ্বারাই পঙ্কজ পদটির (পদ্ম-পদটির) অর্থকরণ সম্ভব হতে পারে, অতিরিক্ত সমুদায়-শক্তি স্বীকারে গৌরব হয়। এপ্রকার সম্ভাব্য আপত্তির উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন, ‘পঙ্কজ’ পদের দ্বারা যখন নিয়ত পদ্মত্ব-বিশিষ্ট পদ্মকেই বোঝায়(পঙ্কে জাত অন্যান্য বিষয়কে বোঝায় না), তখন পদটির অর্থকরণে সমুদায়-শক্তি অপরিহার্য -‘নিয়ত পদ্মত্বজ্ঞানার্থং সমুদায়-শক্তি’। অন্যথায় পদ্মটির অবয়ব-শক্তির দ্বারা কুমুদ, শেওলা, শাপলা, ঘাস ইত্যাদিও বোধিত হয়, কারণ এগুলিরও পাঁকে জন্ম। কিন্তু পঙ্কজ পদটি মানুষ মাত্রই পদ্মত্ব-বিশিষ্ট পদ্মেতে প্রয়োগ করে, পাঁকে উৎপন্ন কুমুদাদিতে প্রয়োগ করে না। এ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেন, ‘অন্যথা কুমুদে অপি প্রয়োগ প্রসঙ্গঃ’। আর এজন্য পঙ্কজাদি পদের সমুদায়েও শক্তি স্বীকার করতে হয়। এইভাবে যোগরূঢ় ‘পঙ্কজ’ ইত্যাদি পদ যুগপৎ অবয়ব-শক্তি ও সমুদায়-শক্তি দ্বারা পদের অর্থ বোধিত করে।

৪) যৌগিক রূঢ় ঃ যে পদ অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি পরস্পরসহকারী না হয়ে অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে অর্থপ্রতিপাদক হয়, সেই পদকে যৌগিকরূঢ় বলে বা বলা যায় যে পদ ক্ষেত্র বিশেষে অবয়বশক্তির অর্থাৎ যোগশক্তির দ্বারা তার অর্থকে বোধিত করে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সমুদায়শক্তির অর্থাৎ রূঢ়িশক্তির দ্বারা তার অর্থকে বোধিত করে, সেই পদকে যৌগিকরূঢ় বলে। যেমন উদ্ভিদ পদ। উদ্ভিদ পদের যৌগিক অর্থ হল একপ্রকার যজ্ঞ। উৎ+ভিদ্+ক্বিপ্ = উদ্ভিদ। ‘উৎ’ অর্থে ঊর্দ্ধ্ব, ‘ভিদ’ অর্থে ভেদ, এবং ক্বিপ্ অর্থে ক্রিয়াকে বোঝায়। সুতরাং অবয়বশক্তি বা যোগশক্তির দ্বারা ‘উদ্ভিদ’ পদের অর্থ হল ‘যা উর্দ্ধ্বদিকে ভূমি ভেদ করে ওঠে’। অর্থাৎ অবয়বশক্তির দ্বারা ‘উদ্ভিদ্’ শব্দটি ‘উদ্ভেদনকর্তা বৃক্ষকে’ বোধিত করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে, ‘উদ্ভিদ্’ শব্দটি সমুদায়শক্তির (রূঢ়িশক্তি) দ্বারা ‘এক প্রকার বৈদিক যজ্ঞ’-কে বোধিত করে। কাজেই ‘উদ্ভিদ্’ পদটির অবয়বশক্তি এবং সমুদায়শক্তি স্বতন্ত্রভাবে পৃথক পৃথক অর্থকে বোধিত করার জন্য পদটিকে যৌগিকরূঢ় বলা হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ